বিআইডব্লিটিএ'র বার্ষিক প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় **আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যাঃ ০১**
প্রতিবেদনাধীন বছরঃ ২০২১-২০২২ **প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখঃ ৩০-০৬-২০২২**

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ (সরাসরি নিয়োগ)	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়	--	--			
বিআইডব্লিউটিএ (মোট পদ সংখ্যা)	৪,৬৭০	৪,০৯২	৫৭৮	--	--
মোট	**৪,৬৭০**	৪,০৯২	**৫৭৮**	**--**	**--**

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে ।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	৬৪	৩৪	২৩৩	২৪৭	৫৭৮

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকাঃ প্রযোজ্য নয় ।

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ প্রযোজ্য নয় ।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্যঃ প্রযোজ্য নয় ।

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
-	-

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই ।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪১	**১১৪**	**১৫৫**	**১৫**	**৩৮২**	**৩৯৭**	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	সংস্থা প্রধান /চেয়ারম্যান	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন				৫৮ দিন	৪৬ টি পরিদর্শন
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ				১৪ দিন	০৫ টি পরিদর্শন

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে) নাই

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	সংস্থা প্রধান/ চেয়ারম্যান	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
				০২ টি	

* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে ।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যাঃ প্রযোজ্য নয় ।

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি ০১-০৭-২০২১		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি ৩০-০৬-২০২২	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	বিআইডব্লিউটিএ	১৯৫	৪৫০.৭৬	৫৩	৩১	৯৮.৬৯	২১৭	৫৭৯.০৫
সর্বমোট		১৯৫	৪৫০.৭৬	৫৩	৩১	৯৮.৬৯	২১৭	৫৭৯.০৫

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকাঃ প্রযোজ্য নয় ।

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২১-২২) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
ক) পূর্ববর্তী অর্থ বছরের অনিষ্পন্নকৃত মামলার সংখ্যা = ১৪ টি খ) ১ লা জুলাই ২০২১ ইং হতে ৩০ শে জুন ২০২২ ইং পর্যন্ত মামলার সংখ্যা= ২৩ টি সর্বমোট মামলার সংখ্যা= ৩৭ টি	০৪ টি	০৭ টি	০৯ টি	২০টি	১৭ টি

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
০৪	২৪৩	২১	২৬৮	৬৩

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৭৪	৩৬৬৬

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২১-২২) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা ।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না? (প্রযোজ্য নয়)

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা (প্রযোজ্য নয়)

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
০৯	৭৪২ জন

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৯০ টি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	৪৮০	২৪০

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ
(অর্থ বিভাগের জন্য) প্রযোজ্য নয়

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

		২০২১-২২		২০২০-২১		হ্রাস (-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ						
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ						
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট (প্রযোজ্য নয়)

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা (প্রযোজ্য নয়)

- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌ-রুট পারমিট ২০১৯ সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা ২৭-০৯-২০২১ জারী হয়েছে।

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

(প্রযোজ্য এবং বিস্তারিত নিম্নে প্রদত্ত)

অভ্যন্তরীণ যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে নৌপথে প্রায় ৩১৬ কিঃমিঃ নতুন নৌপথ খনন করা হয়েছে। তাছাড়া সারাদেশের বিদ্যমান নদী সমূহের নাব্যতা রক্ষায় ২২৬ লক্ষ ঘন মিঃ নৌপথ সংরক্ষণ খনন কাজ করা হয়। নৌপথে নৌচলাচল নিরাপদে ও নিশ্চিত রাখার লক্ষ্যে প্রায় ৬০০০ কিঃমিঃ নৌপথে বয়া, বিকন বাতি, মার্কা এবং আধুনিক নৌসহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। নৌপথের ঘাট সমূহের বন্দর সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন পন্টুন স্থাপন ও বিদ্যমান পন্টুন সমূহ সংস্কার করা হয়েছে। সারাদেশের নদী বন্দর সমূহে বন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার করা হয়েছে। নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন চাহিদার আলোকে (১) কোম্পানীগঞ্জ-সোনাগাজি, (২) বেতুয়া, পটুয়াখালী (৩) গাজীপুর নতুন নদী বন্দর ঘোষনা করা হয়েছে। ৪৫৭টি ঘাট পয়েন্ট ইজারার মাধ্যমে ১০৬ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। বর্তমানে নৌপথ উন্নয়নে ১৭টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। সাশ্রয়ী মূল্যে নৌপথে মালামাল পরিবহণ ব্যবস্থা কার্যকর ও পরিচালনার লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ খানপুর, আশুগঞ্জ-ভৈরব, পাটুরিয়া-নগরবাড়ী, অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণসহ চিলমারী ও চাঁদপুরে আধুনিক নদী বন্দর নির্মাণ কাজ চলিতেছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌ-রুট পারমিট ২০১৯ সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা ২৭-০৯-২০২১ জারী হয়েছে । এতে করে ৫৫ ধরনের নৌযানের ফি গত ২৭-০৯-২০২১ তারিখ থেকে কার্যকর হয়ে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

দপ্তরের নামঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

দপ্তরের ঠিকানাঃ বিআইডব্লিউটিএ ভবন, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

ওয়েবসাইটঃ www.biwta.gov.bd
ই-মেইলঃ info@biwta.gov.bd
মোবাইলঃ ০১৯৬৮-৩৯০০০৫
টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৫৬১৫১-৫৫
ফ্যাক্সঃ ৯৫৫১০৭২

দপ্তরের পরিচিতিঃ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও সুনির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ কাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সনে তৎকালীণ প্রাদেশিক সরকারের জারীকৃত একটি অধ্যাদেশ অনুসারে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৮ সনের ১৮ নভেম্বর বিআইডব্লিউটিএ'র কাজ শুরু হয়। একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য (অর্থ), একজন সদস্য (প্রকৌশল) এবং একজন সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা) নিয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত। চেয়রম্যান হচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী প্রধান।

ভিশনঃ সহজ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা।

মিশনঃ নৌ-পথ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

কার্যাবলী (Function)

১) নৌ-পথে নাব্যতা সংরক্ষণ ও নদী শাসন এবং নৌ-পরিচালনের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ নদী পথে মার্কা, বয়াবাতি, বিকন-বাতিসহ নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন;

২) নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও চার্ট প্রকাশনা, পাইলটেজ সুবিধা প্রদান এবং নদী বন্দরসমূহে আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন;

৩) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক ড্রেজিং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং নতুন নৌ-পথ চালু করার উদ্দেশে মৃত ও মৃতপ্রায় নদী, চ্যানেল ও খাল খনন ;

৪) অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দর ও লঞ্চ ঘাট উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং নদী বন্দর ও ঘাটসমূহে টার্মিনাল সুবিধাদি (পিলার, জেটি, অবতরণ স্থান, ঘাট, ডক, কি (Quay), মুরিং (mooring) ওয়ার্ফ (wharf), টার্মিনাল, নোঙর (anchorage), পিয়ার, বার্থ (birth) বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা) প্রদান;

৫) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে সৃষ্ট বাধাবিঘ্ন অপসারণ ও নিমজ্জিত/দুর্ঘটনাকবলিত নৌ-যান উদ্ধারসহ নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জরিপ ও ভাড়া নির্ধারণ;

৬) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানের ডেক ও ইঞ্জিন কর্মীর দক্ষতার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৭) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানের সময়সূচী অনুমোদন, যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জরিপকরন এবং ভাড়া নির্ধারণ;

৮) সরকারের স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা অনুসরণে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম ও সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা ।

প্রদত্ত সেবাসমূহ

- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচল।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি ও নিরাপদ পণ্য পরিবহন নিশ্চিতকরণ।
- ঘাট/পয়েন্ট ইজারা
- কর্তৃপক্ষের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি।
- কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের তথ্যাদি
- কঞ্জারভেন্সী ফি গ্রহণ
- ঠিকাদার নিবন্ধীকরণ ও নবায়ন
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় পণ্য সরবরাহের জন্য নতুন তালিকাভুক্তিকরণ ও নবায়ন।
- জোয়ার-ভাটার উপাত্ত সরবরাহ, হাইড্রোগ্রাফিক ম্যাপ/চার্ট জোয়ার-ভাটা বই ও অন্যান্য প্রকাশনা সরবরাহ এবং তৃতীয় পক্ষের জরিপ কাজ সম্পন্নকরণ।
- PIWT & T এর আওতায় প্রতিষ্ঠানিক তালিকাভুক্তি।
- নৌ-যানের ভয়েজের অনুমতি।
- ভয়েজের মেয়াদ বৃদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ের অনুমতি।
- নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স প্রদান (ব্রীজ, বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণ/কেবল/পাইপ লাইন)।
- পণ্যবাহী নৌ-যানের ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে পরিবাহিত যাত্রী ও মালামালের তথ্যাদি/পরিসংখ্যান সরবরাহ।
- পাইলটেজ সার্ভিস।
- জাহাজ ও পন্টুন ভাড়া।
- নিমজ্জিত জাহাজ ও অন্যান্য জলযান উদ্ধার।
- নৌ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
- বিভিন্ন গণ-মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্যাদি প্রেরণ।
- মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নমিনী, পোষ্যদের বেনাভোলেন্ড ফান্ড, অনুদান অর্থ পরিশোধ এবং কর্মচারীদের হিতৈষী তহবিল পরিচালনা ইত্যাদি
- পেনশন ভাতা, চুড়ান্ত পাওনা/আনুতোষিক, সিপিএফ, বেনাভোলেন্ড ফান্ড ইত্যাদি

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের জনবল সংশ্লিষ্ট তথ্য (জুন, ২০২২)

শ্রেনী/গ্রেড	অনুমোদিত পদেরসংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী (গ্রেড-০২-০৯)	৩৪২	২৭৮	৬৪
২য় শ্রেণী (গ্রেড-১০)	৩০০	২৬৬	৩৪
৩য় শ্রেণী (গ্রেড-০৯, ১০, ১১-১৬)	১৬৮৬	১৪৫৩	২৩৩
৪র্থ শ্রেণী (গ্রেড-১৭-২০)	২৩৪২	২০৯৫	২৪৭
মোট=	৪৬৭০	৪০৯২	৫৭৮

পরিকল্পনা বিভাগঃ

বিআইডব্লিউটিএ'র ২০২১-২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন/কার্যক্রম :

ক্রঃনং	কর্মকান্ডের বিষয়	এককসহ পরিমাণ
১।	ড্রেজিং।	▪ উন্নয়ন : ২৪২.০০ লক্ষ ঘনমিটার ▪ সংরক্ষণ ড্রেজিং : ২২৬.০০ লক্ষ ঘনমিটার
২।	ড্রেজার সংশ্লিষ্ট আনুষগিক জলযান সংক্রান্ত	▪ প্রকল্পের আওতায় ০১টি কেবিনক্রুজার এবং ০৫টি এম্ফিবিয়ান এক্সকেভেটর সংগৃহীত হয়েছে।
৩।	খনন সহায়ক যন্ত্র (লংবুম এক্সাভেটর) সংগ্রহ	▪ ডেমুলেশন এক্সক্যাভেটর ০২ টি
৪।	নদী বন্দর ও ঘাটসমূহের উন্নয়ন ।	▪ ৪টি
৫।	ডেক ও ইঞ্জিন কর্মীর দক্ষতা উন্নয়ন।	▪ ৪৫৭৪ জন ডেক ও ইঞ্জিন কর্মীকে প্রশিক্ষণ
৬।	নৌ-পথে নৌ সহায়ক সামগ্রী স্থাপন	▪
০৭।	পন্টুন সংগ্রহ (নির্মিত পন্টুন ও মেরামত পন্টুন)	▪ ১৮৪টি
০৮।	ঢাকার চারপাশের নদী তীরে (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে) নদী সীমানা পিলার নির্মাণ	▪ ২০০২টি
০৯।	জোয়ার ভাটার গেজ উপাত্ত সরবরাহ	▪ ৫৪টি
১০।	ড্রেজার বেইজ নির্মাণ	▪ ৪টি
১১।	ঢাকার চারপাশের নদী তীরের উচ্ছেদকৃত স্থানে ওয়াকওয়ে নির্মাণ (Mos)	▪ ৫.০০ কি.মি.
১২।	ঢাকার চারপাশের নদী তীরের উচ্ছেদকৃত স্থানে ইকোপার্ক নির্মাণ	▪ ২টি
১৩।	ঢাকার চারপাশের নদী তীরে জেটি নির্মাণ	▪ ২টি
১৪।	কন্টোল স্টেশনসহ তিনটি ডিজিপিএর বিকন স্টেশন আধুনিকরণ	▪ ৩টি
১৫।	নৌ-প্রটোকল রুটে মালবাহী জাহাজ চলাচলে ভয়েজ অনুমতি প্রদান	▪ ৪২০০টি

বন্দর ও পরিবহন বিভাগঃ

বর্তমান সরকার দেশের নৌ-বন্দরগুলির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । দেশের নৌ-বন্দর সমূহে ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ, যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন, নৌ-নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান ও বন্দর সংলগ্ন নদীর তীরভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে । এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বিআইডিব্লিউটিএ কর্তৃক প্রকল্প চলমান রয়েছে ।

- *৩ টি নতুন নদী বন্দর উদ্বোধন*
- আশুগঞ্জে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন।
- নগরবাড়ীতে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ।
- পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকীকায়ন।
- বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-*পরিবহন* প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ)। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২টি কার্গো টার্মিনাল (পানগাঁও ও আশুগঞ্জ) ও ৪টি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল (শ্মশানঘাট, নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর এবং বরিশাল) নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে ।

ঘাট/পয়েন্ট ইজারা সংক্রান্ত ঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বন্দর বিভাগের মাধ্যমে ৪৫৭ টি ঘাট/পয়েন্ট/টোল স্টেশন ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘাট/পয়েন্ট/টোল স্টেশন সমূহ ইজারা প্রদানের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিএ'র ১০৬ কোটি (প্রায়) টাকা রাজস্ব খাতে অর্জিত হয়।

উচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ঢাকা নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রনাধীন মহামান্য হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং-৩৫০৩/২০০৯ এর আদেশ অনুযায়ী ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রনাধীন বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা নদীর সীমানা পিলারের অভ্যন্তরে অবৈধ স্থাপনাসমূহ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে উচ্ছেদের সার সংক্ষেপঃ

নদী বন্দরের নাম	উচ্ছেদকৃত স্থাপনা	উচ্ছেদকৃত তীরভূমি	নিলাম	জরিমানা
ঢাকা নদী বন্দর	১১৪৬ টি	৩১.৩৭ একর		
নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর	৩৪৫ টি	১৭.৫০ একর		
সর্বমোট	**১৪৯১টি**	**৪৮.৭৮ একর**		

নৌ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখা

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখা কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ অভ্যন্তরীণ নৌপথে সারাদেশে প্রায় আট শতাধিক যাত্রিবাহী নৌযান বিআইডব্লিউটিএ হতে রুটপামিট, সময়সূচী নিয়ে চলাচল করে। এ সকল নৌযানে নিরাপদ নৌপরিবহন ব্যবস্থা সুনিশ্চিতকল্পে বিআইডব্লিউটিএ'র নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখা বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১	যাত্রী সাধারণের নিরাপদ যাতায়াতের স্বার্থে ঢাকা-ইলিশা, ঢাকা-মুলাদী নৌপথে দিবাভাগে, ঢাকা-পটুয়াখালী নৌপথে লঞ্চ সার্ভিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ঢাকা-দৌলতখান ভায়া ইলিশা এবং ঢাকা-হাকিমুদ্দিন নৌপথে লঞ্চ সার্ভিস নতুনভাবে চালু করা হয়েছে;
২	জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার বালাসী ঘাট নৌপথে লঞ্চ সার্ভিস নতুনভাবে চালু করা হয়েছে;
৩	ঢাকা নদী বন্দর হতে চলাচলকারী লঞ্চসমূহের জন্য নতুন করে টার্মিনাল ভবনে টিকেট কাউন্টার চালু করা হয়েছে। ঢাকা-বরিশাল, ঢাকা-ইলিশা, ঢাকা-বরগুনা, ঢাকা-দৌলতখা ভায়া ইলিশা নৌপথের লঞ্চসমূহে যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে ই-টিকেটিং কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়া সকল লঞ্চের জন্য কেন্দ্রিয়ভাবে ই-টিকেটিং কার্যক্রম চালু করার জন্য বিআইডব্লিউটিএ'র পক্ষ হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা ২০২২ সালের মধ্যে চালু করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে;
৪	ঢাকা নদী বন্দরের লালকুঠি ও ওয়াইজঘাট সংলগ্ন স্থানের দু'পাশে দু'টি খেয়াঘাট ছিল। যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচলের সুবিধার্থে উক্ত খেয়াঘাট দুটি অপসারণ করে লালকুঠি ঘাট হতে ওয়াইজঘাট পর্যন্ত ২৫টি পন্টুন স্থাপন করে লঞ্চ ছাড়া-ভিড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও যাত্রীবাহী লঞ্চসমূহ আইডেল বার্দিং করার জন্য উল্টিনগঞ্জে ৫টি এবং মিরের বাগে ৬টি পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে;
৫	নৌদুর্ঘটনা রোধকল্পে কালবৈশাখী মৌসুম, দূর্যোগকালীন সময়ে এবং ঈদ, পূজা, পার্বনসহ বিভিন্ন উৎসবে নৌপথে চলাচলকৃত নৌযানের সাথে নদী বন্দরের যোগাযোগ ও মনিটরিং করার নিমিত্তে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, পটুয়াখালী, চাঁদপুর নদী বন্দরে V.H.F যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রয়েছে;
৬	ঢাকা নদী বন্দরের লঞ্চসমূহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং স্পীড কন্ট্রোল করার জন্য টার্মিনাল ভবনের ছাদে স্থাপিত ওয়াচ টাওয়ারটি আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং উক্ত ওয়াচ টাওয়ার হতে ঈদের সময় ট্রাফিক কার্যক্রম মনিটরিং/ তদারকি করা হয়;
৭	অভ্যন্তরীন নৌপথে যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচলের স্বার্থে সকল নদী বন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ লঞ্চঘাটগুলোতে পরিবহন পরিদর্শক, বার্দিং সারেং, ট্রাফিক সুপারভাইজার পদায়নের মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি নদী বন্দরে স্থানীয় প্রশাসন ও নৌপুলিশের সহায়তায় কঠোর মনিটরিং করায় বর্তমানে দুর্ঘটনা প্রায় শুন্যের কোটায় নেমে এসেছে;
৮	সরকারী নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিবছরের ১৫ মার্চ হতে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে মৌসুমী অশান্ত উপকূলীয় নৌপথ সী-সার্ভে ব্যতীত (আংশিক উপকূলীয় চলাচলের ছাড়পত্র) সকল ধরণের যাত্রী নৌযানের রুটপারমিট/ সময়সূচী জারী বন্ধ রাখা হয়েছে। এসময়ে অবৈধ নৌযান চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নৌপুলিশ ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে নদী পথে অবৈধ নৌযান চলাচল অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে;
৯	অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণ যে কোন জরুরী প্রয়োজনে ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগের নিমিত্তে বিআইডবিউটিএ'র হট লাইন নম্বরঃ ১৬১১৩ খোলা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ'র পক্ষ হতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় হট লাইন নম্বর ১৬১১৩ বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
১০	করোনা ভাইরাস (COVID-19) বিস্তার রোধ ও পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে লঞ্চের প্রত্যেক যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট সকলের মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি পালনের বিষয়টি প্রত্যেক নদী বন্দরে মনিটরিং করা হচ্ছে।
১১	দেশের অভ্যন্তরীণ নদী পথের দুর্ঘটনা প্রতিরোধের লক্ষ্যে ঢাকা নদী বন্দর হতে চলাচলকারী যাত্রীবাহী লঞ্চসমূহ তদারকি/ মনিটরিং করার জন্য বিআইডব্লিউটিএ'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়ে ৫(পাঁচ)টি টীম/ কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিগুলো মাসে ২দিন করে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত কমিটি এ পর্যন্ত ৪৪টি লঞ্চের ত্রুটি-বিচ্যুটি চিহ্নিত করে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। বিআইডব্লিউটিএ হতে উক্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে;
১	নৌদুর্ঘটনা রোধকল্পে নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর হতে চলাচলকারী সানকেন ডেক বিশিষ্ট লঞ্চ আগামী ২০২৩ সাল নাগাদ চলাচল বন্ধ করার নিমিত্তে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল(যাপ) সংস্থা নারায়ণগঞ্জ জোন এর সাথে বিআইডব্লিউটিএ'র একটি চুক্তিনামা স্বাক্ষর হয়েছে;
১৩	সাম্প্রতি কয়েকটি লঞ্চে অগ্নি দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে লঞ্চে অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা নদী বন্দরসহ প্রতিটি নদী বন্দর হতে চলাচলকারী লঞ্চ সমূহের মাষ্টার ড্রাইভারসহ ষ্টাফদের ফায়ারড্রিল প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈদেশিক পরিবহন শাখা

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির অনুসরণে ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বর স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল (PIWT&T)টি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক ও নবায়নের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অদ্যাবধি কার্যকর আছে। বিআইডব্লিউটিএ এর নৌ-নিট্রা বিভাগের বৈদেশিক পরিবহন শাখার মাধ্যমে PIWT&T এর সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২০২১- ২০২২ অর্থ বছরে বৈদেশিক পরিবহন শাখা কতৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

০১। বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল (PIWT&T) এর আওতায় বর্তমানে তালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৩০টি। ২০২২ সালে নতুন তালিকাভুক্তির জন্য ৪৭টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবেদন জমা পড়েছে যা চুড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০২। প্রটোকল তালিকাভূক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তালিকাভূক্তির বাৎসরিক নবায়ন ফি ২০,০০০/-টাকা এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সুদমুক্ত ২,০০,০০০/- টাকা কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জামানত বাবদ জমা রাখে। নবায়ন বাবদ কর্তৃপক্ষের প্রতিবছর ২৬,০০,০০০/- টাকার রাজস্ব আয় হয়ে থাকে। নতুনভাবে তালিকাভূক্তি হলে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪,২০,০০০/- টাকায় উন্নীত হবে। জামানত বাবদ ৩,৪২,০০,০০০/-টাকার উপর Bank Interestও কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা হতে থাকবে। তাছাড়াও প্রতিটি জাহাজ থেকে প্রতি ভয়েজে ভয়েজ ফি বাবদ ২,৫০০/- টাকা, পাইলটেজ ফি বাবদ ৫,০০০/- টাকা কর্তৃপক্ষ অগ্রীম আয় করে থাকে এবং এ সকল জাহাজের মাধ্যমে ভারত থেকে আনীত মালামালের এল এস সি, ক্যানেল চার্জ এবং বার্দিং চার্জও কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আয় করে থাকে।

০৩। গত ২০/০৫/২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত PIWT&T-র 2nd Addendum to the Protocol এ নতুন ২টি রুট সোনামুড়া (ভারত)- দাউদকান্দি (বাংলাদেশ) ও এর বিপরীতমূখী রুট সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া উভয় দেশের ০৫টি করে মোট ১০টি নতুন Ports of Call ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি দেশের বর্তমান Ports of Call এর সংখ্যা ১১টি করে অর্থাৎ সর্বমোট Ports of Call ২২টিতে উন্নীত হয়েছে । বর্ণিত 2nd Addendum এর মাধ্যমে PIWT&T আওতাধীন স্থগিত হয়ে যাওয়া প্রটোকল রুট নং ৫-৬ আরিচা পর্যন্ত বর্ধিত করে পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্তের আলোকে নৌপথের সুলতানগঞ্জ (বাংলাদেশ) – মায়া (ভারত) নৌপথে পণ্য পরিবহন কার্যক্রম উদ্বোধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০৪। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত নৌসচিব পর্যায়ের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে চিলমারী (বাংলাদেশ)-ধুবরী(ভারত) নৌপথে ভূটানের ষ্টোন চীপস পরিবহন চলমান রয়েছে। ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত চিলমারী-ধুবড়ী নৌপথে ২২ টি ট্রিপের মাধ্যমে ভূটানের পাথর ৬৬,৩৩৩ মে.টন এবং কয়লা ১,৭৩৫ মে.টন বাংলাদেশে আমদানী করা হয়েছে। এছাড়াও করিমগঞ্জ-জকিগঞ্জ নৌপথে ২৫টি ট্রিপের মাধ্যমে ৩,৬৪৪ মে. টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে।

০৫। বিদ্যমান প্রটোকলের আওতায় আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশ ও ভারতীয় নৌ-যানের বর্তমান অনুপাত ৯৩:০৭। PIWT&T এর আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩৯২৬টি ট্রিপের মাধ্যমে বাংলাদেশী নৌ-যান দ্বারা ৩৮,৫২,৪৩২ মেট্রিক টন এবং ভারতীয় ২৭৮টি নৌ-যান দ্বারা ৩,৯৬,৪৫৭ মেট্রিক টনসহ মোট ৪২,৪৮৮৮৯ মেট্রিক টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে।

০৬। ২০২২ সালে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত নৌসচিব পর্যায়ের সভা ও ২১তম স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৭। সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপনে (এস.আর.ও ৩৭ আইন/২০২২/৫৩/কাস্টমস, তারিখ ২৪/০২/২০২২ এর মাধ্যমে গেদাগাড়ী-সুলতানগঞ্জ-মায়া-ধুলিয়ান নৌপথের এন্ট্রি/এক্সিট পয়েন্ট সুলতানগঞ্জ প্রেমতলী, (গোদাগাড়ী) কে নৌ কাস্টমস স্টেশন হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আগামী আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সুলতানগঞ্জ/প্রেমতলী, গোদাগাড়ী পোর্টস অব কল শুভ উদ্বোধনের কর্মসূচী রয়েছে।

সার্ভে ও উন্নয়ন শাখা

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সার্ভে ও উন্নয়ন শাখা কর্তৃক ও-ডি/ট্রাফিক সাভেকৃত নৌপথ ও নদী বন্দর সমূহঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩৪টি নদী বন্দর ও ১৭টি নৌপথ এবং ১০টি স্পীডবোট নৌপথ ও-ডি/ট্রাফিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদিত হয়। সে অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত যথাযথ র্কতৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত ১৭ টি নৌপথ/নদী বন্দর/স্পীডবোট নৌপথ ও-ডি/ট্রাফিক সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ক্র নং	নৌ পথের নাম	সার্ভের সময়	দপ্তর আদেশ	তারিখ
১.	ঢাকা-চাঁদপুর-ঢাকা	২২/০৯/২০২১-২৬/০৯/২০২১	১৫৮২/২০২১,	২১/০৯/২০২১
২.	সুনামগঞ্জ নদী বন্দর ও বালা গঞ্জ নদী বন্দর	১৪/১১/২০২১- ১৮/১১/২০২১	২১৮৪/২০২১	১০/১১/২০২১
৩.	চট্রগ্রাম-কাপ্তাই	২১/১১/২০২১-২৪/১১/২০২১	২১৮৩/২০২১	১০/১১/২০২১
৪.	মাওয়া-কাঠালবাড়ি-মাঝিকান্দি	০১/১২/২০২১-০৩/১২/২০২১	২২৬৯/২০২১	২৯/১১/২০২১
৫.	কক্সবাজার-মহেশখালী	১৫/০১/২০২২-১৭/০১/২০২২	৯৯/২০২২	১৩/০১/২০২২
৬.	টেকনাফ-সেন্টমার্টিন	২৫/০২/২০২২-২৬/০২/২০২২	৩৭৪/২০২২	২৪/০২/২০২২
৭.	ছাতক নদী বন্দর ও টেকেরঘাট নদী বন্দর	২৮/০২/২০২২- ০৫/০৩/২০২২	৩৭৯/২০২২	২৪/০২/২০২২
৮.	ঢাকা-পটুয়াখালী-ঢাকা	১০/০৩/২০২২-১২/০৩/২০২২	৪(ক)/২০২২	০৯/০৩/২০২২
৯.	চিলমারী নদী বন্দর	১৭/০৩/২০২২-১৯/০৩/২০২২	৪(খ)/২০২২	১৬/০৩/২০২২
১০.	খুলনা নদী বন্দর	৩১/০৩/২০২২-০২/০৪/২০২২	৬(ক)/২০২২	৩০/০৩/২০২২
১১.	ঢাকা-ভোলা-ঢাকা	১২/০৪/২০২২-১৫/০৪/২০২২	০৮/২০২২	১১/০৪/২০২২
১২.	ঢাকা-হাতিয়া-ঢাকা	১২/০৫/২০২২-১৫/০৫/২০২২	১১/২০২২	১১/০৫/২০২২
১৩.	ঢাকা-গলাচিপা-ঢাকা	১৯/০৫/২০২২-২২/০৫/২০২২	১৩/২০২২	১৮/০৫/২০২২
১৪.	ঢাকা-বেতুয়া-ঢাকা	২৬/০৫/২০২২-২৯/০৫/২০২২	১১৪৮/২০২২	২৫/০৫/২০২২
১৫.	ঢাকা-কালাইয়া-ঢাকা	০৭/০৬/২০২২-১০/০৬/২০২২	১৬/২০২২	০৬/০৬/২০২২
১৬.	ঢাকা-ঘোষেরহাট-ঢাকা	১৪/০৬/২০২২-১৭/০৬/২০২২	১৬(ক)/২০২২	১৩/০৬/২০২২
১৭.	ঢাকা-বোরহানউদ্দিন-ঢাকা	২০/০৬/২০২২-২৩/০৬/২০২২	১৮(ক)/২০২২	১৯/০৬/২০২২

ভাড়া ও উন্নয়ন শাখা

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ভাড়া ও উন্নয়ণ শাখা কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ ১ । করোনাভাইরাস(কোভিড-১৯) সংক্রমনের পরিস্থিতি পর্যালোচনায় সরকারী প্রজ্ঞাপনের নির্দেশনার আলোকে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সরকারী প্রজ্ঞাপন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক সরকার ঘোষিত করোনা সংক্রমনকালীন সময়ের জন্য অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী প্রতিটি যাত্রিবাহী নৌযানের ধারণ ক্ষমতার ৫০% যাত্রী চলাচলের শর্তে যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের দপ্তর আদেশ নং-১৮/২০২১; তারিখ: ১০/৮/২০২১ যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশের কার্যকারিতা বাতিল করা হয়।

২। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌরুট, পারমিট, সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ২৭ মোতাবেক অভ্যন্তরীণ নৌযানে যাত্রী পরিবহনের জন্য কিলোমিটার প্রতি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন যাত্রী ভাড়া পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত গত ৫ ডিসেম্বর , ২০২১ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত গেজেট অনুযায়ী ০৮/১১/২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী নৌযানের পুনঃনির্ধারিত ভাড়া কার্যকর হয়। যা জনপ্রতি কিলোমিটার ভাড়া ২.৩০(দুই টাকা ত্রিশ পয়সা) ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত, পরবর্তী প্রতি কিলোমিটার ২.০০(দুই টাকা) এবং জনপ্রতি সর্বনিম্ন ভাড়া ২৫.০০(পঁচিশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কার্গো সেল

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কার্গো সেল কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ The Bangladesh Inland Water Transport (Time & Fare Table Approval) Rules, 1970 মোতাবেক বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক কেবলমাত্র যাত্রীবাহী লঞ্চের কোন ফি ছাড়াই রুটপারমিট/সময়সূচি প্রদান করা হতো। তবে যাত্রীবাহী লঞ্চ/নৌযান ব্যতীত অন্য কোন ধরনের নৌযানের রুটপারমিট দেয়ার বিধান ছিল না। সকল ধরনের নৌযানকে রুট পারমিট তথা আইনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে সরকার কর্তৃক বিধি/আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭০ সনের বিধি/আইন সংশোধনের নিমিত্তে সকল লঞ্চ মালিক/কার্গো মালিক প্রতিনিধি নিয়ে গত ১৮/০১/২০১৬, ১১/০৪/২০১৭ ও ২৩/১০/২০১৭ইং তারিখে মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৩টি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিধিমালা প্রনয়ন করা হয়। উক্ত বিধিমালা চূড়ান্ত করে গত ১৭/১০/২০২১৯ ইং তারিখে এস.আর.ও. নম্বর-৩২৯-আইন/২০১৯ মোতাবেক "বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌরুট পারমিট, সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৯" গেজেট জারি করা হয়।

বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ৩৬ এর আলোকে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং নৌপথের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ৫৫ ধরনের নৌযানকে ১২টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে সরকার কর্তৃক গত ২৭/০৯/২০২১ইং তারিখে রুট পারমিট/সময়সূচি ফি অনুমোদন করা হয়। উক্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিআইডব্লিউটিএ'র কার্গো সেল হতে অদ্যাবধি ৩৪৬টি কার্গো/জাহাজের অনুকূলে ফি এর বিনিময়ে রুট পারমিট প্রদান করা হয়েছে।

প্রকৌশল বিভাগঃ

২০২১-২২ অর্থ বছরে বার্ষিক প্রতিবেদন **প্রকৌশল বিভাগ** কর্তৃক **সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকাঃ**

ক্রঃনং	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজ	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে ব্যায়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	কাজের শ্রেনী
০১।	বাঅনৌপক, ভবনের ২য় তলায় (আংশিক) মেরামত, অফিস কক্ষের পুনবিন্যাস পূর্বক মডিফিকেশনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ ।	১০০.০০ লক্ষ টাকা	নিজস্ব কাজ
০২।	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-০২ এর পুরাতন ও ক্ষতিগ্রস্থ ওভার হেড পানির ট্যাংক ভেঙ্গে নতুনভাবে ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন কাজ।	১৫.০০ লক্ষ টাকা	
০৩।	বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের নিচতলায় ওয়েটিং রুম স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৩০.০০ লক্ষ টাকা	
০৪।	বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ২য় তলায়আধুনিকমানেরলাইব্রেরী/ কমপ্লেক্স (বঙ্গবন্ধু কর্ণার, আর্কাইড, মিনি থিয়েটার ও তথ্য প্রযুক্তি সম্বলিত) নির্মাণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	৮০.০০লক্ষ টাকা	
০৫।	বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ৩য় তলার অর্থ বিভাগ ও হিসাব বিভাগের স্টোর রুম স্থানান্তরপূর্বক ৪র্থ তলার জিপিএফ শাখা সন্নিকটে পুনর্নির্মাণ কাজ।	৩৪.০০ লক্ষ টাকা	
০৬।	বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ৩য় তলার ল্যান্ড এন্ড স্টেট বিভাগ কর্তৃক ব্যবহৃত স্থনটি আইন শাখা ও আইসিটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় পূর্বক পুনর্নির্মাণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	৩০.০০ লক্ষ টাকা	
০৭।	Supply, Installation of Emergency Esape Stair with fire door & Related fire fighting equipment works for BIWTA Head office Building (Part)	৫০.০০ লক্ষ টাকা	
০৮।	পাগলা ষ্টাফ কোয়ার্টাওে বসবাসরত স্টাফদের নিরাপত্তার জন্য আলাদা নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ	১২.১৫ লক্ষ টাকা	
১৩।	ঢাকা ডিভিশনের আওতাধীন কর্তৃপক্ষের ইজারা প্রদত্ত সকল ঘাট/পয়েন্টসহ তাদের অন্তর্ভূক্ত ফেরীঘাটগুলোর (১২টি) দৃষ্টিনন্দন টোলঘর স্থাপন কাজ।	৩৪.০০ লক্ষ টাকা	**জনস্বার্থে কাজ**
১৪।	ঢাকা নদী বন্দরের অধীনে সদরঘাট, ওয়াইজঘাট, লালকুটিঘাট, উল্টিগঞ্জ, নবাব বাড়ী ঘাট, আমিনবাজার গাবতলী সহ অন্যান্য এলাকায় স্পাড নির্মাণ / সংস্কার ও স্পাড সংস্কার ও পুনস্থাপন কাজ।	১৮.০০লক্ষ টাকা	
১৫।	জরুরী ভিত্তিতে পাগলা ভিআইপি জেটি এলাকায় ব্যাংক প্রটেকশন নির্মান কাজ।	৪৫.০০ লক্ষ টাকা	
১৬।	হরিনা রো-রো ও কনভেনশনাল ফেরীঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষন ও সমন্বয় করন কাজ। (১লা জানু.'২২ হতে ৩১ শে ডিসে.'২২)	৩০.০০ লক্ষ টাকা	
১৭।	আলুবাজার রো-রো ও কনভেনশনাল ফেরীঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষন ও সমন্বয় করন কাজ। (১লা জানু.'২২ হতে ৩১ শে ডিসে.'২২)	২৮.০০ লক্ষ টাকা	
১৮।	ফরিদপুর সিএন্ডবি কার্গোঘাট এর ৩টি ষ্টীল জেটি ও কাজিরহাট স্পীডবোট ঘাট সংযোগ সড়ক নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১৪.০০ লক্ষ টাকা	
১৯।	বাঅনৌপক,বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন তজুমউদ্দিন সী- ট্রাক ঘাট লঞ্চঘাটের এপ্রোচরোড নির্মান সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	১০.০০ লক্ষ টাকা	
২০।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন তেলিখালী লঞ্চঘাটে	২৭.০০ লক্ষ টাকা	

	ষ্টীল স্ট্রাকচার জেটি নির্মান ও ০২(দুই) টি ৩০" ডায়া এমএস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।		
২১।	বাঅনৌপক, বরিশালস্থ জেলা প্রশাসন ঘাটে একটি ষ্টীল ও ২টি ২০´´ ডায়া এম.এস স্প্যাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	২০.০০ লক্ষ টাকা	
২২।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের মাদারীপুর লঞ্চঘাটের স্টীল গ্যাংওয়ের ডেকিং প্লেট পরবির্তন সহ রং করন ও অতিরিক্ত ০২ টি ৩০" ডায়া এমএস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	২৫.০০ লক্ষ টাকা	
২৩।	বাঅনৌপক, ভোলা নদী বন্দরের ০২টি গ্যাংওয়ের ১০ ফুট বর্ধিত করন ও ডেকিং প্লেট পরিবর্তন, গ্যাংওয়ে রং করন ও গ্যাংওয়ের টিন পরিবর্তন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	২০.০০ লক্ষ টাকা	
২৪।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বেতুয়া লঞ্চ ঘাটে একটি ষ্টীলস্ট্রাকচার জেটি নির্মান ও পুরাতন জেটি মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১৩.০০ লক্ষ টাকা	
২৫।	**যশোরস্থ ডিজিপিএস ষ্টেশনের যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য একটি ভবন নির্মান কাজ (প্রথম পর্যায়)।**	৭৫.০০ লক্ষ টাকা	
২৬।	সদরঘাট টার্মিনাল বিল্ডিং-১ এর স্থানান্তরিত আনসার ও পুলিশ ব্যারাক স্থানে যাত্রী সুবিধা নির্মাণ কাজ।	৪৫.০০ লক্ষ টাকা	
২৭।	নৌ-দূর্ঘটনা রোধকল্পে সদরঘাটের বিপরীতে আগানগর ঘাটে যাত্রী পারাপারের জন্য ১টি জেটি ও ২টি ২৪ ইঞ্চি ডায়া স্পাড স্থাপন কাজ।	৩৫.০০ লক্ষ টাকা	
২৮।	সোয়ারীঘাটের বিপরীত প্রান্তে ট্রলারঘাটের জিনজিরার জন্য কেরানিগঞ্জ অংশে ১টি জেটি ও ২টি ২৪ ইঞ্চি ডায়ার স্পাড স্থাপন কাজ।	৩৫.০০ লক্ষ টাকা	**জনস্বার্থে কাজ**
২৯।	নৌ-দূর ঘটনা রোধকল্পে সদরঘাটের বিপরীতে তেল ঘাটে যাত্রী পারাপারের জন্য একটি জেটি ও দুইটি ২৪´´ ডায়া এম.এস স্পাড স্থাপন কাজ ।	৩৫.০০ লক্ষ টাকা	
৩০।	ঢাকা নদী বন্দরের আওধীন চম্পাতলী শুল্ক আদায় ও লেবার হ্যান্ডলিং পয়েন্ট ১টি আরসিসি সিড়ি নির্মাণ কাজ।	৩০.০০ লক্ষ টাকা	
৩১।	রাজাবাড়ী মিরাশ পাড়া ঘাটের আরসিসির সিড়ির উপর সেড নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১০.০০ লক্ষ টাকা	
৩২।	**ময়মনসিংহ রূপচন্দ্রপুর ডিজিপিএস ষ্টেশনে অফিস ভবন নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ (১ম পর্যায়)**	৭৪.০০ লক্ষ টাকা	
৩৩।	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন আওতাধীন মীরকাদিম নদী বন্দরের ব্যাংক প্রটেকশনসহ আনুসাঙ্গিক কাজ।	৬০.০০ লক্ষ টাকা	
৩৪।	নারায়ণগঞ্জ সেন্ট্রাল ফেরীঘাট এলাকায় সেডেড ওয়াকওয়ে বর্ধিত করন কাজ	১৫.০০ লক্ষ টাকা	
৩৫।	নয়ার হাট লঞ্চঘাটে ষ্টীল জেটি ও ষ্টীল স্পাড নির্মাণ স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৩৫.০০ লক্ষ টাকা	
৩৬।	বাঘাবাড়ী নদী বন্দর এলাকায় স্লোপ প্রটেকশনের ক্ষতিগ্রস্থ (ফুড গোডাউন) অংশের পুনঃনির্মাণ কাজ।	২০.০০ লক্ষ টাকা	
৩৭।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন দক্ষিন কৌড়িখাড়া লঞ্চঘাটে ষ্টীল স্ট্রাকচার জেটি নির্মান ও ০২ (দুই) টি ৩০" ডায়া এমএস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৩৫.০০ লক্ষ টাকা	
৩৮।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন নন্দিরবাজার লঞ্চঘাটে ষ্টীল স্ট্রাকচার জেটি নির্মান ও ০২ (দুই) টি ৩০" ডায়া এমএস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৩৫.০০ লক্ষ টাকা	
৩৯।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন কাউখালী লঞ্চঘাটে অতিরিক্ত ০২(দুই) টি ৩০" ডায়া এম,এস স্পাড স্থাপনসহ	২৫.০০ লক্ষ টাকা	

	আনুষঙ্গিক কাজ।		
৪০।	বাঅনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাধীন চড়গরাবদী লঞ্চঘাটের ওয়াকওয়ে নির্মান ও জেটি মেরামতসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	১০.০০ লক্ষ টাকা	
৪১।	বাঅনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাধীন চরমন্তাজ লঞ্চঘাটের জেটি নির্মান, স্পাড স্থাপন ও রাস্তা নির্মানসহ কাজ।	৩০.০০ লক্ষ টাকা	
৪২।	বাঅনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাধীন দশমিনা উপজেলার হাজীরহাট লঞ্চঘাটে একটি ষ্টীল জেটি ও ২টি এম.এস স্পাড (৩০´ ডায়া) স্থাপনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	৩০.০০ লক্ষ টাকা	
৪৩।	মনিরামপুর ডিজিপিএস ষ্টেশনের ভবন, রাস্তা, গেইটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি পুনঃনির্মান কাজ।	৪৫.০০ লক্ষ টাকা	
৪৪।	শিমুলিয়া (মাওয়া) এলাকায় ১ (এক) টি ডাবল রো-রো ফেরীঘাট ও ২(দুই)টি কনভেনশনাল ও ১টি ভিআইপি ফেরীঘাট পুনঃ নির্মাণ, স্থানান্তর, মেরামত, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধন কাজ।	৪৫.০০লক্ষ টাকা	
৪৫।	ঢাকা ডিভিশনের আওতাধীন ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার মৈনুট ঘাট এবং ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলার গোপালপুর ঘাট এলাকায় যাত্রী পরিবহন সংরক্ষন, মেরামত ও সমন্বয়করন কাজ।	২০.০০ লক্ষ টাকা	
৪৬।	ইলিয়াছ আহমেদ চৌধুরী (বাংলাবাজার) এলাকায় পিবিআর এলপি জলযান ঘাটের জন্য এইচ বিবি সড় ও পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ।	১৬.০০লক্ষ টাকা	
৪৭।	ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন মুসলিমবাগ (ঠোটার মাথায়) যাত্রী সাধারন ও মালামাল উঠানামার সুবিধার্থে ২টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মান কাজ।	৬৩.০০ লক্ষ টাকা	
৪৮।	আলুবাজার পার্কিং ইয়ার্ডের ভাঙ্গন প্রতিরোধকসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৩৫.০০ লক্ষ টাকা	
৪৯।	পাটুরিয়াস্থ ফেরিঘাট এলাকার ফেরিঘাট সমূহের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষন ও সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৬০.০০ লক্ষ টাকা	
৫০।	দৌলতদিয়াস্থ ফেরিঘাট এলাকার ফেরিঘাট সমুহের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষন ও সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৬৫.০০ লক্ষ টাকা	
৫১	নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন নরসিংদী টার্মিনাল এলাকার অভ্যন্তরীণ ও স্পীডবোট ঘাটে যাওয়ার সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ	৯.৪১ লক্ষ টাকা	
৫২	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন মরিচাকান্দি লঞ্চঘাটের ষ্টীল স্পাড ও ষ্টীল জেটি পূনঃনির্মাণসহ স্থাপন কাজ	১২.৭৫ লক্ষ টাকা	

ড্রেজিং বিভাগ

ক) পুরকৌশল শাখাঃ

❖ অভ্যন্তরীণ ফেরী/নৌপথে সারাবছর ফেরী, লঞ্চ, কার্গো ইত্যাদি জাহাজ নির্বিঘ্নে চলাচলের লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় ২০২১-২২ অর্থবছরেও সংরক্ষন খননের (মেইনট্যানেন্স ড্রেজিং) আওতায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ন পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি, শিমুলিয়া-কাঠালবাড়ি,লাহারহাট-ভেদুরিয়া, মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেল, বরিশাল-পাতারহাট, বরিশাল-পটুয়াখালী,ঢাকা-বরিশালনৌপথ,হরিণা-আলুবাজার, বরিশাল-নাজিরহাট-লালমোহন,পটুয়াখালী-আমতলী, ভোলা-লক্ষীপুর, ভৈরব- ছাতক, বালাশী-বাহাদুরাবাদ, কক্সবাজার-মহেশখালী-দোহাজারী, সন্দ্বীপ-কুমিরা, মাদারীপুর-টেকেরহাট, চিলমারি -রৌমারি-রাজীবপুর, নরসিংদী -মরিচাকান্দি -সলিমগঞ্জ ইত্যাদি ফেরী/নৌ-পথে ড্রেজিং করা হয়েছে। এছাড়া প্রটোকল রুটের আওতায় আশুগঞ্জ -জকিগঞ্জ নৌ-পথ, সিরাজগঞ্জ সাহেবের আগলা নৌ-পথ সংরক্ষন ড্রেজিং করা হয়েছে।**২০২১-২২ অর্থবছরে** সংরক্ষন খননের আওতায় খননকৃত মাটির পরিমাণ **২২৬.৬৭ লক্ষ ঘনমিটার** ।

লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘনমিটার)		অগ্রগতি (লক্ষ ঘনমিটার)		মোটঅগ্রগতি (লক্ষ ঘনমিটার)
বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার	বেসরকারী ড্রেজার	বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার	বেসরকারী ড্রেজার	
১৬৩.১৫	২৪৯.৭৫	৭৬.৬৫	১৫০.০২	২২৬.৬৭

২০২০-২১ অর্থবছরে ড্রেজিংবিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীনউন্নয়ন প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

❖ ১)"অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১মপর্যায়ঃ ২৪টি নৌ-পথ)"শীর্ষক প্রকল্প, ২)"পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই ও পূনভর্বা নদী নাব্যতা উন্নয়ন ও পূনরুদ্ধার " শীর্ষক প্রকল্প এবং৩) "ঢাকা-লক্ষীপুরনৌ-পথেরলক্ষীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় **২০২১-২২**অর্থ বছরে **২৪১.৪৩ লক্ষ ঘনমিটার** মাটি খনন করে**৩১৫.৪৯ কিলোমিটার**নৌপথ নাব্য করা হয়েছে ।

খ)যান্ত্রিক শাখাঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/সাফল্য
০১	"২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ"শীর্ষক প্রকল্প	প্রকল্পের আওতায় শিমুলিয়া ড্রেজার বেইজ, আরিচা ড্রেজার বেইজ এবং খুলনা ড্রেজার বেইজ নির্মান করা হয়েছে।

০২	"৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	প্রকল্পের আওতায় ০১টি কেবিনক্রুজার এবং ০৫টি এক্সিবিয়ান এক্সকেভেটর সংগৃহীত হয়েছে।

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগঃ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের অদীনের নৌ-যান, নৌ-যন্ত্র ও নৌ-প্রকৌশল সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী বাস্তবায়ন, কারিগরী সহায়তা প্রদান, নতুন নৌযান সংগ্রহ, ভাসমান কাঠামো ও পন্টুন নির্মাণ ইত্যাদি কাজ করা হয়ে থাকে। এ বিভাগের সকল কর্মকান্ড নৌ-স্থাপত্য শাখা, মেরিন শাখা, ভাসমান ডক, নৌ-মেরামত কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ এবং নৌ-বহর কেন্দ্র, বরিশাল এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কর্তৃপক্ষের জাহাজ বহর যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন সরকারী, বে-সরকারী সংস্থায় কারিগরী বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান করা হয়।

এ বিভাগের দায়িত্ব ও কাজের পরিধি

* কর্তৃপক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল নৌ-যান সংগ্রহের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;
* বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের বিভিন্ন ঘাট সমূহে ল্যান্ডিং ষ্টেশন নির্মাণ ও স্থাপণ ;
* নৌ-পথে চলাচলকারী ছোট-ছোট কান্ট্রি বোট এর কারিগরী সহায়তা প্রদান ;
* অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের জন্য পন্টুন নির্মাণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণ, দরপত্র দলিল প্রণয়ন, মূল্যায়ণ ও পরিদর্শন এর মাধ্যমে তা সফলভাবে বাস্তবায়ণ করা ;
* ডেক ও ইঞ্জিন সাইডের প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ সম্পন্ন করে কর্তৃপক্ষের জাহাজ সমূহকে নৌ-পথে চলাচলের জন্য সার্বক্ষণিক সচল রাখা;
* সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে মেরিন ও নৌ-স্থাপত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান ;
* প্রয়োজনে জাহাজের ভাসমান কর্মচারীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;
* ৮০০ টন উত্তোলন ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডক পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণকরন। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষের চাহিদা ও অনুমোদন স্বাপেক্ষে ভাসমান ডকে নৌযান সমূহের ডকিং, আনডকিং সহ জরুরী মেরামত কাজ সম্পাদন করা ;
* জাহাজ মেরামত ও সংরক্ষনের প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;
* জাহাজের খুচরা যন্ত্রাংশের চাহিদা প্রণয়নসহ সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ও
* বাজেট প্রণয়ন ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরেব রাদ্দকৃত বাজেটের আওতায় যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত কাজের বিবরণঃ

মেরিন শাখাঃ

মেরিন শাখার অধীনে কর্তৃপক্ষের ৭৬ টি জলযানের মেরামত ও সংরক্ষন, ইঞ্জিন ওভারহোলিং, নতুন ইঞ্জিন/জেনারেটর সংগ্রহ কাজ করা হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এ শাখার অধীনে নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করা হয়েছে;

১) ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ করা হয়েছে- ০৪(চার)টি জাহাজের;

২) ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ/ইঞ্জিন সংগ্রহ সহ ফিটিংফিক্সিং কাজ করা হয়েছে- ১৭(সতের) টি জাহাজের;

৩) জরুরী প্রয়োজনে জলযানের রানিং মেরামত কাজ করা হয়েছে- ৩৬ (ছত্রিশ) টি জাহাজের;

নৌ-স্থাপত্য শাখাঃ

নির্মিত ও মেরামতকৃত পন্টুনের কাজের সার-সংক্ষেপঃ

বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ফেরী পন্টুন, স্পীডবোট পন্টুন, ছোট, মাঝারী ও বড় আকৃতির পন্টুনসহ ৬০০ টির অধিক পন্টুন রয়েছে। বাৎসরিক মেরামতের কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের নৌ-স্থাপত্য শাখা কর্তৃক প্রতি বছর ৩০-৩৫ টিপন্টুন ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত করা হয়। এছাড়া কর্তৃপক্ষের চাহিদার ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঘাটের জন্য ৩-৪ টি বিভিন্ন আকৃতির পন্টুনের নির্মাণ ও স্থাপন কাজ সম্পাদন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে অত্র শাখার অধীনে নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করা হয়েছেঃ

১। ৩৫টি পন্টুনের বড় ধরনের (ডকিং সহ) মেরামত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে সংশ্লিষ্ট ঘাটে স্থাপন করা হয়।
২। বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের জন্য ০৩টি স্পীডবোট পন্টুন সংগ্রহ করে নির্ধারিত ঘাটে স্থাপন করা হয় (মৈনট ঘাট, লাহারহাট ও এবং পটুয়াখালীর কোড়ালিয়া ঘাটের জন্য)।

"আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের সার-সংক্ষেপঃ

১। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১টি বিশেষ ধরনের মাঝারী আকৃতির পন্টুনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে নির্ধারিত ঘাটে (ঢাকা নদীবন্দর, সদরঘাট) স্থাপন করা হয়।

চিত্রঃ কর্তৃপক্ষের মৈনটঘাট, দোহারের জন্য নির্মিত পন্টুন

চিত্রঃ কর্তৃপক্ষের লাহারহাট, বরিশালের জন্য নির্মিত পন্টুন

চিত্রঃ কর্তৃপক্ষের কোড়ালিয়া, পটুয়াখালীর জন্য নির্মিত পন্টুন

চিত্রঃ বড় ধরনের (ডকিংসহ) মেরামত শেষে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ঘাটে স্থাপনকৃত পন্টুনসমূহ

ভাসমানডকশাখাঃ

১) ভাসমানডকসংলগ্নহাউজবোট, পন্টুন-এমপি-৭১ সহভাসমানডকেরবিবিধমেরামতকাজকরাহয়েছে;

হাইড্রোগ্রাফি বিভাগঃ

১। ২১শে জুন'২০২২ বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস ২০২২ উদযাপিত হয়েছে।

২। ৫৪টি গেজ ষ্টেশন আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

৩। হাইড্রোগ্রাফি বিভাগের জোয়ার-ভাটা শাখায় বর্তমানে মংলা বন্দরের হিরণ পয়েন্ট ও মংলা গেজ ষ্টেশনসহ অত্র কর্তৃপক্ষের ৫৪টি ডিজিটাল গেজ মেশিনে ডিজিটাল ডাটা সংগ্রহ করে থাকে। জোয়ার-ভাটার বাৎসরিক আগাম পূর্বাবাস পুস্তিকা " **Bangladesh Tide Table**" প্রণয়ন ও সরবরাহ, সমগ্র দেশের নদীর তীরবর্তী ও নদীর উপর কোন স্থাপনা(ব্রীজ ও বৈদ্যুতিক লাইন) তৈরীর নিমিত্তে **Standard High Water Level (SHWL)** নির্ধারণ ও সরবরাহ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক পানির সমতল (**Water Level**)এর উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে উপাত্ত বিক্রি বাবদ ১,৭৯,৬৪২ টাকা কর্তৃপক্ষের রাজস্ব খাতে জমা করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণামূলক কাজের নিমিত্ত বিনামূল্যে উপাত্ব সরবরাহ করা হয়েছে।

৪। ২,৭০২.৮৮৯ কিঃ মিঃ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫। ১,৭৪১.২২ বর্গ কিঃ মিঃ উপকুলীয় জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬। **Hypack Software** এর মাধ্যমে ১৭টি **Dongle** কে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

৭। এছাড়া **Multibeam** ব্যবহারের জন্য **user friendly** ও আধুনিক **Highsweep Software** ক্রয় করা হয়েছে।

ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ ঃ

০১। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ এর ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

০২। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ কর্তৃক ১৩ টি ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়।

০৩। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ২৩৭৬ জন কর্মচারীদেরকে জুতা, শীতকালীন পোষাক, ছাতা ও নামের ব্যাজ সরবরাহ করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের পূর্ত কাজের বিবরণঃ

লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণঃ

সীমানা চিহ্নিতকরণ	৩১৫ একর
সীমানা পিলার	২৫৫ টি
সাইনবোর্ড স্থাপন	২৬ টি

ক্রঃ নং	কাজের নাম	কাজের বিবরণ			কাজের অগ্রগতি
		সীমানা চিহ্নিতকরণ (একরে)	সীমানা পিলার	সাইনবোর্ড	
০১.	নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলাধীন মাহমুদাবাদ মৌজায় বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমির সীমানা বরাবর আরসিসি সীমানা পিলার দ্বারা কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ কাজ।	২.০০	৪০টি	-	কাজটি বাস্তবায়ন হয়েছে।
২০.	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলাধীন ভেলাকোপা মৌজায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির সীমানা বরাবর আরসিসি সীমানা পিলার দ্বারা কাঁটাতারের বেড়া ও সাইনবোর্ড নির্মাণ/স্থাপন কাজ।	-	৫০ টি	২ টি	কাজটি বাস্তবায়ন হয়েছে।
০৩.	পাবনা জেলার বেড়া উপজেলাধীন পায়নাতেঘরী মৌজায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির সীমানা বরাবর আরসিসি সীমানা পিলার দ্বারা কাঁটাতারের বেড়া ও সাইনবোর্ড নির্মাণ/স্থাপন কাজ।	-	৪২ টি	১ টি	কাজটি বাস্তবায়ন হয়েছে।
০৪.	ঢাকা জেলার ধামরাই ও গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন বংশী রিভার প্রকল্পভুক্ত ভূমির সীমানা বরাবর আরসিসি সীমানা পিলার নির্মাণ এবং স্থাপন কাজ।	-	১২৩ টি	-	কাজটি বাস্তবায়ন হয়েছে।
০৫.	ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলাধীন বংশী রিভার প্রকল্পভুক্ত ভূমির সীমানা বরাবর সাইনবোর্ড নির্মাণ এবং স্থাপন কাজ।	-	-	৮ টি	কাজটি বাস্তবায়ন হয়েছে।
০৬.	খুলনা ও বাগেরহাট জেলাধীন আলাইপুর-যাত্রাপুর খালের পার্শ্বস্থ ভূমির সীমানা চিহ্নিতকরণ কাজ।	৩১৩.০০	-	-	কাজটি বাস্তবায়ন হয়েছে।
০৭.	খুলনা ও বাগেরহাট জেলাধীন আলাইপুর-যাত্রাপুর খালের পার্শ্বস্থ ভূমিতে সাইনবোর্ড নির্মাণ এবং স্থাপন কাজ।	-	-	১৫ টি	কাজটি বাস্তবায়ন হয়েছে।
	মোট=	৩১৫ একর	২৫৫টি	২৬টি	

নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

বিআইডব্লিউটিএ'র অধীনে সারাদেশে ০৩ (তিন) টি নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এসকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। পরবর্তীতে তারা দেশী-বিদেশী, ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের নৌযানে ডেক-ইঞ্জিন কর্মী হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করছেন। এছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ থেকে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নারায়নগঞ্জ এর পরিচিতিঃ

২০২১-২২ অর্থ বছরের উল্লেখ্যযোগ্য কার্যাবলীঃ

ক) মেরিন শিক্ষানবিশদের পাঠদানে সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
খ) নৌযানকর্মী প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা জুলাই-২০২১ হতে জুন-২০২২ পর্যন্ত প্রায় ৪৫৭৪ জন।
গ) কেন্দ্রের ইঞ্জিন বিভাগের জনবল সচিব কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

০২. ২০২০-২১ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণঃ

বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নতুন ভবন নিমার্ণের জন্য আগত বিভিন্ন পরিদর্শকগণ কর্তৃক ডিইপিটিসি পরিদর্শন এবং নতুন ভবন নির্মানের জন্য সয়েল টেষ্ট, বেসিক ডিজাইন, ডিটেইল্ড ডিজাইন ও বিডিং ডকুমেন্ট তৈরী সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে দরপত্র মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমন রয়েছে।

০৩. ২০২০-২১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি অভ্যন্তরীণ ও কোস্টাল নৌযানকর্মীদের একটি ঐতিহ্যবাহী স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ২৪টি কোর্স চলমান রয়েছে। একবছর মেয়াদী মেরিন এ্যাপ্রেন্টিসশীপ কোর্সে ১৩৫ জন ক্যাডেটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ০১ মাস মেয়াদী পরিক্ষা প্রস্তুতীমূলক কোর্সে এ বছর ৪৫৭৪ জন নৌযানকর্মীকে ক্যাম্পাসে সশরীরে পাঠদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মেরিন শিক্ষানবিশদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ট্রেনিং শীপ সিদ্দিকী নিবন্ধন সনদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় নতুন জাহাজ বিআইডব্লিওটিএ ভৈরব এর নিয়মিত ডকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রশিক্ষণ ভয়েজ করার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও কেন্দ্রের পরিবেশ রক্ষায় ক্যাম্পাসে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিএ'র ২০২১-২২ অর্থবছরের চলমান প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত (সাময়িক) বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়নের উৎস	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পঃ					
১।	কন্ট্রোল স্টেশন ও মনিটরিং স্টেশনসহ তিনটি ডিজিপিএস বিকন স্টেশন আধুনিকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২)	জিওবি	১৯৬৮.০০	১৯০৬.৩৮ (৯৬.৮৭%)	১০০%
২।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায়ঃ ২৪টি নৌ-পথ) (২য় সংশোধিত)(জুলাই ২০১২-জুন ২০২২)	জিওবি	১৯২৩০০.০০	১৬১৬৯৫.৩৫ (৮৪.০৮%)	৯৯%
৩।	২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (২য় সংশোধিত)(জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)	জিওবি	২০৩০২৫.৮৭	২০১৫১২.৭৪ (৯৯.২৫%)	১০০%
৪।	মংলা হতে চাঁদপুর- মাওয়া- গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌরুটের নাব্যতা উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৫)	জিওবি	১২৯০০০.০০	৬৭১১১.৩৭ (৫২.০২%)	৫২.৫৮ %
৫।	নগরবাড়ীতে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ (১ম সংশোধিত)(জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩)	জিওবি	৫৫২৯৫.০০	১৯৯৩২.৬৮ (৩৬.০৪%)	৩৮.২৫ %
৬।	বুড়িগংগা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভুমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষংগিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)(জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩)	জিওবি	১১৮১১০.৩১	২৮২৮০.১৩ (২৩.৯৪%)	৪০%
৭।	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার (সেপ্টেম্বর ২০১৮-জুন ২০২৪)	জিওবি	৪৩৭১০০.০০	৪৯৩৯৩.৪৪ (১১.৩০ %)	১৩.৬১%
৮।	৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষংগিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (অক্টোবর	জিওবি	৪৪৮৯০৩.৪২	৩০২৫০.৯০ (৬.৭৩%)	১৫.১০%
৯।	আনুষংগিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২)	জিওবি	১৬১০৩.৫০	১৫৫৩৭.৪১ (৯৬.৪৮%)	১০০%
১০।	ঢাকা-লক্ষীপুর নৌ-পথের লক্ষীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন(জানয়ারী ২০২০-জন ২০২৩)	জিওবি	৪৯৮৮.০০	২৪৭১.৯৭ (৪৯.৫৫%)	৬৪%
১১।	পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকীকায়ন (জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২)	জিওবি	১৩৫১৭০.০০	১১৫২.৭১ (০.৮৫%)	৪.৫০%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়নের উৎস	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব
১২।	চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার ছিখটিয়া ব্রীজ হতে সূচীপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত ডাকাতিয়া নদীর উত্তরপাড়ে ওয়াকওয়ে ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩)	জিওবি	৪৭৮০.০০	২৫৩৩.০৬ (৫২.৯৯%)	৫৯.৬২%
১৩।	বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২৫)।	জিওবি ও বিশ্বব্যাংক	৩৩৪৯৪২.০০ (৩০৫২৮০)	১৩২৫৫.১৭ (৩.৯৫%)	৩৩.৩৪%
১৪।	আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন (জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১)।	জিওবি	১২৯৩০০.০০ (৪৩১০০)	৬৭৬১৪.২৪ (৫২.২৯%)	৫২.৪৪%
কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ					
১৫।	প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ বিআইডব্লিউটিএ'র উদ্ধারকারী জলযানের জন্য হাইড্রোলিক ইঞ্জিনসহ অন্যান্য খুচরা যান্ত্রাংশ সংগ্রহ। (জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২১) ।	কোরিয়ান ইডিসিএফ	৪১৭.৯৮ (২৫৩.৫০)	৩২৬.৫৭ (৭৮.১৩%)	১০০%
সম্প্রতি নতুন অনুমোদিত প্রকল্পঃ					
১৬	চিলমারী এলাকায় (রমনা, জোড়গাছ, রাজিবপুর, রৌমারী, নয়ারহাট) নদী বন্দর নির্মাণ (জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩)	জিওবি	২৩৫৫৯.০০	৪৮.৪৭ (০.২১)	০.১৬%
১৭	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড হাই ওয়াটার লেভেল, স্প্যান্ডার্ড লো ওয়াটার লেভেল নির্ধারণ এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথের পুনঃশ্রেণী বিন্যাসকরণ (অক্টোবর ২০২১-সেপ্টেম্বর ২০২৩)	জিওবি	১৮৩০.৫৭	৩৪৬.৪৪ (১৮.৯২%)	১.২৬%